সি. মা.-১

জান্নাতের দুই রাস্তা

তাকওয়া ও তওবা

আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম

সিলসিলায়ে মাওয়ায়েযে হাসানাহ্ নং-১

জান্নাতের দুই রাস্তা

তাকওয়া ও তওবা

যারা একদম মুত্তাকী তারাও কামিয়াব।
যারা গুনাহ্ করে, পরে তওবা করেছে, তারাও কামিয়াব।
কেউ কামিয়াব হয়েছে তাকওয়ার রাস্তায়।
কেউ কামিয়াব হয়েছে তওবার রাস্তায়।

আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা

শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব

দামাত বারাকাতুহুম

খলীফায়ে আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রঃ)

পরিচালকঃ খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া

ইয়াদগার খান্কায়ে হাকীমুল উম্মত

৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা- ১২০৪

প্রতিষ্ঠাতা মোতাওয়াল্লী ও সভাপতি

জামেআ হাকীমুল উম্মত, গুলশান-এ শাহ্ আখতার কমপ্লেক্স

হাকীমুল উম্মত নগর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
মাকতাবা হাকীমুল উম্মত

বয়ান সংগ্রহ ঃ
হযরতওয়ালা দামাত বারাকাতুহুম-এর জনৈক খাদেম

প্রাপ্তিস্থান ঃ
- হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
  মাকতাবা হাকীমুল উম্মত
  ইসলামী টাওয়ার
  ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

- খানকাহ্ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া
  ইয়াদগার খান্‌কায়ে হাকীমুল উম্মত
  ৪৪/৬ ঢালকানগর, ঢাকা- ১২০৪

সর্বস্বত্ব হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণকাল ঃ
যিলহজ্জ ১৪৩৪ হিজরী
অক্টোবর ২০১৩ ঈসায়ী
আশ্বিন ১৪২০ বাংলা

মূল্য ঃ ৪০ টাকা মাত্র

Jannater Dui Rasta : Taqwa o Tawba. by: Arefbillah
Maolana Shah Abdul Matin Bin Husain Saheb d.b.

কিতাব : জান্নাতের দুই রাস্তা : তাকওয়া ও তওবা

বয়ান : হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন (দা.বা.)

সময় : মঙ্গলবার, বা'দ ফজর, (৩৭ মিনিট) তারিখঃ ২৯শে শাবান/১৪৩৪ মোতাবেক ০৯/০৭/১৩ইং

স্থান : খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া ইয়াদগার খান্‌কায়ে হাকীমুল উম্মত, ঢালকানগর, ঢাকা।

উপস্থিতি : প্রায় ২০০ ছালেকীন। (যাদের অধিকাংশ বিভিন্ন মাদ্‌রাসার মোহতামিম, মোহাদ্দিছ, মুফতিয়ানে-এযাম, আছাতেযা এবং ওলামায়ে-কেরাম ও তোলাবায়ে-কেরাম)

প্রকাশনায় : হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মনের অন্যায় চাহিদা দমন করেই মানুষ ওলীআল্লাহ্ হয়

–শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দা.বা.

এ | ন্তে | ছা | ব

আমার সকল দ্বীনী আলোচনা, দ্বীনী লেখা, অনুবাদ –সবকিছুই আমার মহান মোর্শেদ কুত্বে-আলম আরেফবিল্লাহ্ গাওছে-যামানা হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রঃ)-এর দোআ, তাওয়াজ্জুহ, চোখের পানি ও সোহ্বতের বরকতে

আমাদেরই মহান আস্লাফ ও আকাবের –বিশেষতঃ হুজ্জাতুল-ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী চিশতী কাদেরী মোজাদ্দেদী (রঃ), ইমামে-রব্বানী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহী চিশতী কাদেরী মোজাদ্দেদী (রঃ), হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী চিশতী কাদেরী মোজাদ্দেদী (রঃ) প্রমুখ বুযুর্গানেদ্বীনের শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

আমার কোনও কথা যদি অজ্ঞাতসারে মহান এই আকাবেরের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে নিঃসন্দেহে তা অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য ।

মুহাম্মদ আবদুল মতীন

দেহের শক্তি-মত্তার অসৎ ব্যবহার না করাই তাক্ওয়া
যার খাহেশাতের নিয়ন্ত্রণ যত প্রচণ্ড সে তত উঁচুমানের ওলী

–শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দা.বা.

সূচিপত্র

- তওবাকারীকে আল্লাহ্পাক আদর করে কোলে তুলে নেন/৯
- আল্লাহ্ যেমন অসীম তাঁর ক্ষমাও তেমনি অসীম/১৩
- আওলিয়াগণ আল্লাহ্পাকের 'শানে-মাগফেরাত'-এর তাজাল্লীগাহ্ (বহিঃপ্রকাশস্থল)/১৫
- আল্লাহ্র ক্ষমার সামনে বান্দার গুনাহ্ হাতির গায়ে মাছির চেয়েও তুচ্ছ/১৬
- আল্লাহ্র ক্ষমার দরিয়ার সামনে বান্দাদের সমস্ত গুনাহ্ও খুবই নগণ্য/১৬
- আল্লাহ্ওয়ালাদের ক্ষমা চাওয়ার ঢং বহুতই আজিব হয়/১৭
- নিজের শায়খের প্রতি আয্মত ও মহব্বতের একটি নমূনা/১৮
- খালেছ তওবাকারী নিশ্চিতই কামিয়াব হয়ে যায়/১৯
- মুত্তাকীরাই শ্রেষ্ঠ কামেলীন ও শ্রেষ্ঠ কামিয়াব/২১
- তওবাকারীরাও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত/২২
- আল্লাহ্কে পাওয়া এবং জান্নাতে যাওয়ার দু'টি রাস্তা ঃ তাকওয়া ও তওবা/২৩
- তওবাকারী এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীরা আল্লাহ্র ওলী/২৫
- তওবাকারীর দিল নূরে ঝলমল করতে থাকে/২৭
- পাক-ছাফ রূহের খোশবূতে অন্যরাও আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যায়/২৮
- মুত্তাকী এবং তওবাকারীদেরই নসীব হয় কামিয়াবী/২৯
- সর্বদা সর্ব-বিষয়ে পবিত্রতা অবলম্বন মোমেনের ঈমানী শান, ঈমানী গুণ/৩০
- মু'মিন বান্দার সর্ব-মুহূর্তের ব্রতই হল পবিত্রতা/৩১
- তাকওয়া ও তওবার পথেই অর্জন হয় কাঙ্ক্ষিত পবিত্রতা/৩২

- মুত্তাকী থাকা তেমনি সহজ যেমন বা-উযূ (ওযূসহ) থাকা সহজ/৩২
- ঘর-বাড়ি ও আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার মত সদা দেহ-মন পবিত্র রাখা জরুরী/৩৩
- হারাম খাহেশাত বর্জনকারীর ঠিকানা জান্নাত/৩৪
- যার খাহেশাত নাই সে ওলীআল্লাহ্ হতে পারে না/৩৫
- গাওছে-আ'যম হওয়ার জন্যও খাহেশাতের (কুপ্রবৃত্তির) সঙ্গে লড়াই জরুরী/৩৫
- যে পাপের দুনিয়া চিনে-জানে কিন্তু দূরে থাকে, সেই ওলীআল্লাহ্/৩৫
- মনের অন্যায় চাহিদা দমন করেই মানুষ ওলীআল্লাহ্ হয়/৩৬
- পাপের অনিচ্ছাকৃত আগ্রহ জাগা হারাম নয়, তা বাস্তবায়ন করা হারাম/৩৬
- লক্ষ বার গুনাহ্র আগ্রহ জাগার পরও তা হতে বিরত থাকা লক্ষ লক্ষ তাহাজ্জুদ হতে শ্রেষ্ঠ/৩৭
- সুস্থ-সবল-সুঠাম দেহ এক মস্তবড় নে'মত/৩৭
- দেহের শক্তি-মত্তার অসৎ ব্যবহার না করাই তাক্ওয়া/৩৭
- যার খাহেশাতের নিয়ন্ত্রণ যত প্রচণ্ড সে তত উঁচুমানের ওলী/৩৮
- চলো হর্দমই জ্বলি (কবিতা)/৩৯-৪০

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

تُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

صدق الله مولانا العظيم

و قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم

الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَقَالَ عليه الصلوة و السلام نَظِّفُوْا اَفْنِيَةَ بُيُوْتِكُمْ

أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم

তওবাকারীকে আল্লাহ্পাক আদর করে কোলে তুলে নেন

আল্লাহ্ জাল্লাজালালুহূ ওয়া-আম্মা নাওয়ালুহূ কোরআনে-কারীমে বলেন, হে ঈমানওয়ালারা! তোমাদের সকলেরই কিছু না কিছু ভুল-ত্রুটি আছে। তোমাদের যতই ভুল-ত্রুটি থাক না কেন, তোমরা সবাই তওবা কর। তোমাদের পেয়ারা আল্লাহ্র দিকে সবাই তোমরা ছুটে আস। কেউ

বাদ যেয়ো না। কেউ বাকি থেকো না। تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا আহ্! এ আয়াতে আল্লাহ্পাকের কত সীমাহীন স্নেহ এবং মহব্বতের বহি:প্রকাশ। "সবাই তওবা কর, আমি তোমাদের সবাইকে মাফ করে দিব।"[১] কোরআনের বয়ান ও বাচনভঙ্গি ক্যায়্ছা আযীমুশ্শান! تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ সকলে মহান আল্লাহ্পাকের দিকে ফিরে আস। লজ্জিত হও। শরমিন্দা হও। হে আমার বান্দারা! যে যেই গুনাহে ডুবে গেছ, সেই গুনাহ ছেড়ে দিয়ে আমি মাওলার দিকে ছুটে আস না! فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ [২] হে আমার পেয়ারা বান্দারা! আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা কোথায়, কোন্ সুদূরে চলে গেছ! যে যেখানেই আছ, যে যেই অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে গেছ–গীবতের মধ্যে, কু-দৃষ্টিতে, যিনা-ব্যাভিচারে, শরাব-মদে, হারাম কাজে, সুদ-ঘুষে, যে কোন অন্যায়ে, যে কোন পাপাচারে–ছোট পাপ হোক, বড় পাপ হোক, হর কিসিমের অন্ধকারে এবং লা'নতে যারা ডুবে গেছ, হে আমার বান্দারা! এক-একজন বল ত তোমরা,

তোমার এই লা'নতী যিন্দেগী বেশি মজা, না তোমার মাওলা বেশি মজা?

তোমার আল্লাহ্ বেশি পেয়ারা, না তোমার গান্ধা জিনিস বেশি পেয়ারা?

তোমার আল্লাহ্ বেশি লয্যতওয়ালা, না তোমার গান্ধা জিনিস বেশি লয্যতওয়ালা?

আমার বান্দা! এ কোন্ দিকে ছুটছ তুমি?

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ "আল্লাহ্'র দিকে ফিরে আস" -এই আয়াতে আল্লাহ্পাক নিজেকে, 'নিজের মহান যাত্'কে পেশ করেছেন। যারা মু'মিন বান্দা, ঈমানওয়ালা বান্দা, তাদের যেন এই খেয়াল হয় যে, হায়! পেয়ারা মাওলাকে ছেড়ে আমি কোথায় চলে গেছি? আমি ত বহুত বড় গলত কাজ করে ফেলেছি। আমি ত বহুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছি। আহ্! দেখ ত দোস্ত! রব্বুল আলামীনের কালামের আন্দাজ কী! কী হৃদয়স্পর্শী তার বাচনভঙ্গি!

---

১. সূরা নূর, আয়াত নং ৩১

২. সূরা যারিয়াত, আয়াত নং ৫০

কেউ মনে করতে পারে যে, হায়! আমি ত বহুত গান্ধা কাজ করেছি! কেউ হয় ত হাজার হাজার বার কোন জঘন্য গুনাহে-কবীরা করে ফেলেছে। কোন খবীছ থেকে খবীছ কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে। যদিও দুনিয়ার কারো কাছে তা প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু সে বোঝে যে, হায়! আল্লাহ্‌পাক ত আমার সব কিছুই জানেন। আমার এত মারাত্মক অপরাধের পরে, এত কঠিন ও জঘন্য পাপের পরে, অসংখ্যবার এভাবে ধ্বংস হওয়ার পরে কিভাবে আমি ফিরব এখন মহান আল্লাহ্‌পাকের দিকে! এখন তাঁর দিকে ফিরে গেলে তিনি কি আমাকে পেয়ার করবেন? আর কি আমাকে মায়া করবেন? কবূল করবেন তিনি আমাকে? এভাবে যার যার অন্তরের যত রকমের পাপিষ্ঠতা, মলিনতা, যত রকমের অছঅছা, ধোঁকা, পেরেশানী, নৈরাশ্য এবং খটকা আছে সব খতম করার জন্য রব্বুল আলামীন বলেছেন جَمِيْعًا - 'তোমরা সবাই আস'। সবাই আমার দিকে ফিরে আস। কেউ বাদ যেয়ো না, একজনও পিছিয়ে থেক না। تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا "তোমরা 'সকলেই' ফিরে আস করুণার আধার মহান আল্লাহ্‌র দিকে।" কোরআনের বয়ানের ঢং ত দেখ বন্ধু! দয়াময় আল্লাহ্ এখানে কী বলতে চাচ্ছেন যে,

হে আমার বান্দা! কীসে লিপ্ত হচ্ছ তুমি?

যিনা-ব্যভিচারে?

হায়! ক্যায়ছা কাজে লিপ্ত তুমি!

কী গান্ধা!

কী খবীছ!

কী নোংরা!

কী অভিশপ্ত!

কী গর্হিত!

কী ঘৃণিত ও ধিকৃত ওসব!

যে কাজের কারণে আসমান থেকে লা'নত বর্ষিত হয়!

তোমার ইজ্জত বরবাদ হয়!

তোমার দুনিয়া বরবাদ হয়!

তোমার স্বাস্থ্য, শরীর ও শান্তি বরবাদ হয়!

তোমার ফ্যামিলিতে তোমার ইজ্জত বরবাদ হয়!

সমাজে তোমার ইজ্জত বরবাদ হয়!

সারা পৃথিবীতে তুমি বেইজ্জত হও!

লাঞ্ছিত হও!

অপমানিত হও!

তদুপরি তোমার আখেরাতও বরবাদ!

তুমি না ঘর-কা, না ঘাট-কা।

তোমার দুনিয়াও শেষ!

আখেরাতও শেষ!

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ হয়ে গেলে তুমি!

তোমার দ্বীন বরবাদ!

যিন্দেগী বরবাদ!

দুনিয়া বরবাদ!

আখেরাত বরবাদ!

সম্মান বরবাদ!

ধন-সম্পদ বরবাদ!

মূল্যবান স্বাস্থ্য-শরীরও বরবাদ!

সব কিছুই বরবাদ করে ফেলেছ জনাব!

কাকে বাদ দিয়ে তুমি কোথায় চলেছ?

মহান পেয়ারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে কী সব মন্দ জিনিসের মোহে ছুটে চলেছ!

আরে, তুমি একটু ফিকির ত কর, একটু খেয়াল ত কর। تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا
"তওবা করে জলদি ছোট এখনি মহান আল্লাহ্ পানে।"

আল্লাহ্ যেমন অসীম তাঁর ক্ষমাও তেমনি অসীম

تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا হে আমার বান্দারা! তোমরা যে যেখানে, যত রকমের পাপাচারে-গুনাহের কাজে, যত রকমের নোংরা থেকে নোংরা, জঘন্য থেকে জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়ে গেছ, তোমরা সকলে আমারই ত বান্দা।

অন্যত্র বলেছেন:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

অর্থ: হে রাসূল! আমার এই 'ঘোষণা' আপনি শুনিয়ে দিন যে,"হে আমার চরম হতে চরম পাপী বান্দারা! 'আল্লাহ্‌র রহ্মত' হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না।"[৩]

উপরের تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا আয়াতে যেই কথা, এ আয়াতেও সেই একই ঢং ও একই মর্মের কথা। আল্লাহ্পাক বলেন: "হে আমার পাপী বান্দারা! তোমরা যত রকমের পাপাচারে লিপ্ত হয়ে গেছ তোমাদের পেয়ারা মাহবূবে-পাক, তোমাদের পরম পেয়ারা আল্লাহ্ যিনি তোমাদের এত মায়ায়, এত মহব্বতে সৃষ্টি করেছেন তাঁর রহমত, তাঁর স্নেহ-মায়া এবং দয়া ও কৃপা থেকে নিরাশ হওয়ার কোনই সুযোগ নেই, কোনই অবকাশ নেই। স্বয়ং আমি আল্লাহ্ই তো তোমাদের বলছি-

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

"তোমরা মোটেও নিরাশ হয়ো না আল্লাহ্‌র দয়া-মায়া ও করুণা হতে। নিশ্চয় তিনি তোমাদের সব গুনাহ্ই ক্ষমা করে দিবেন।"

এক আয়াতে আল্লাহ্পাক সব গুনাহ্গারদের ডাক দিয়ে বললেন تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا তোমরা সবাই আমার দিকে ছুটে আস। সব গুনাহগাররা এসে পড়। কী হবে আস্লে? لَا تَقْنَطُوْا আয়াতে আল্লাহ্পাক স্পষ্টকরে বলে দিলেন, আস্লে আমি এই করব যে, তোমাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিব। সুবহানাল্লাহ্! দেখুন, রব্বুল আলামীনের দয়ার কী শান!

---

৩. সূরা যুমার, আয়াত নং ৫৩

হাকীকত ত এই যে, আমরা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনকে একটুও চিনি নি। কিছুই চিনি নি। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহূর কোনও মারেফত আমাদের অর্জন হয় নি, রব্বুল আলামীনের কোন পরিচয়ই আমরা লাভ করতে পারি নি। কেননা তিনি ত বলছেন–

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

আল্লাহ্র রহমত থেকে তোমরা কেউ নিরাশ হয়ো না। আরবী গ্রামারের দিক থেকে এখানে اِنَّ اللّٰهَ ('ইন্নাল্লাহা') বলা জরুরী ছিল না। 'আল্লাহ্' শব্দ উল্লেখ না করে বরং সর্বনাম হিসাবে শুধু ' اِنَّهٗ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا 'ইন্নাহূ' বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কেন তিনি এভাবে বললেন? কারণ হল, তিনি জানেন, বান্দারা 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' বলতে মজা পায়, 'আল্লাহ্' নাম শুনলে সেদিকে খুব আকৃষ্ট হয়। তাই তিনি বলছেন: হে আমার বান্দারা! তোমাদের যিনি আল্লাহ্, তিনি তো কারো কাছে মুহতাজ নন। বরং সবাই তাঁর কাছে মুহতাজ। তিনিই সবকিছু, সর্বেসর্বা, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

"তাঁর বরাবর কেউ নাই। তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই।"[৪]

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا সেই যে মহা প্রতাপময় ও মহা ক্ষমতাধর আল্লাহ– তোমরা সেই আল্লাহ্র দিকে ছুটে আস। তিনি তোমাদের 'আল্লাহ্' না? তাই তিনিই তোমাদের সবগুলো গুনাহ্ই মাফ করে দিবেন। যেমন– লোকে বলে থাকে যে, আরে, উনি তোর 'মা' হয় না! যা তোর 'মায়ের' কাছে। তোর 'মা' তোকে মাফ করে কোলে তুলেই নিবে। এখানে এরূপ বলে না যে, 'সে' তোকে মাফ করে দিয়ে কোলে তুলেই নিবে। দ্বিতীয়বারও 'মা' বলায় যে মজা, 'সে' বলায় সেই মজা আদৌ নাই। আহ্! রব্বুল আলামীনের বয়ান ত দেখ! কী আযীমুশ্শান তাঁর এ আহ্বান!

৪. সূরা ইখলাছ, আয়াত নং ৪

এর পরপরই আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ এখানে 'আল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার না করে বলেছেন,'إِنَّه' 'ইন্নাহূ' (মানে, নিশ্চয় তিনি)। আমাদেরকে লয্যত দেয়ার জন্য দুই-দুই বার স্বীয় নাম উল্লেখ করেছেন। দুই-দুই বার স্বীয় নাম উল্লেখ করার পর যখন বান্দার অন্তরে 'আল্লাহ্'র নাম বসে গেছে, যখন চোখের সামনেই যেন সে আল্লাহ্কে দেখছে তখন বললেন, إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ –এই যে দেখছ না! ইনিই তোমাদের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। কারণ তিনি সব গুনাহ্ ক্ষমাকারী, সীমাহীন ক্ষমাওয়ালা। غَفُوْرٌ এবং رَحِيْمٌ উভয়টাই মুবালাগার ছীগা। মুবালাগার ছীগা হিসাবে এর অর্থ হল, সীমাহীন ক্ষমাকারী, সীমাহীন দয়াওয়ালা। কী বুঝাতে চাচ্ছেন রব্বুল আলামীন? غَفُوْرٌ (গাফূর) বলে রব্বুল আলামীন বুঝাতে চান যে, আচ্ছা বল ত তোমার গুনাহ্ কয়টা? কী বলবে? ১০টা বা ১০ হাজার বা ১০ লাখ বা ১০ কোটি? তোমার আল্লাহ্র মাগফেরাত কি ১০ কোটি? বান্দা বলে, জ্বী না। তাহলে ১০ লক্ষ কোটি? বলে, জ্বী না। হে আল্লাহ্! আপনার মাগফেরাতের তো কোনও কূল নাই, কিনারা নাই। আপনার ক্ষমা ও দয়া তো সম্পূর্ণ কূল-কিনারাহীন। জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে বসে আছ কেন? জল্দি জল্দি মাফ চাও। এ-কথা বুঝানোর জন্যই غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ শব্দ নাযিল করেছেন।

আওলিয়াগণ আল্লাহ্পাকের 'শানে-মাগফেরাত' -এর তাজাল্লীগাহ্ (বহি:প্রকাশস্থল)

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র:)-এর কবরকে আল্লাহ্পাক নূরে ভরপুর করে দেন। আল্লাহ্ওয়ালারা আল্লাহ্পাকের 'ছিফাত'এর মাযহার– আল্লাহ্পাকের গুণাবলীর প্রকাশস্থল। আওলিয়ায়ে-কেরাম আল্লাহ্পাকের তাজাল্লীগাহ্, 'শানে-মাগফেরাত'-এর তাজাল্লীগাহ্। এই মর্মে মাওলানা রূমীর কালাম দেখ–

اے عظیم از ما گناہانِ عظیم ☆ تو توانی عفو کردن در حریم

তিনি বলেন: হে আল্লাহ্! আমাদের গুনাহ্ যত বড়, আপনি তার চেয়ে অনেক অনেক বড়। আমাদের গুনাহ্ যত বড়, আপনার ক্ষমা ও দয়া তার চেয়ে সুবিশাল, সুমহৎ ও সুবিস্তীর্ণ। গুনাহ্ আপনাকে, আপনার রহ্মতের শান্‌কে কাবু করতে পারে না।

আল্লাহ্র ক্ষমার সামনে বান্দার গুনাহ্ হাতির গায়ে মাছির চেয়েও তুচ্ছ

একটা হাতি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। একটি মাছি গিয়ে তার ঘাড়ের উপর বসে গেল। অনেকক্ষণ পর মাছি ভাবতে শুরু করলো যে, হায় হায়! আস্তাগফিরুল্লাহ্! ইন্নালিল্লাহ! এত বড় বেআদবী করা কি ঠিক হয়েছে! এত বড় হাতি। আর আমি একটুখানি পিচ্ছি মাছি! আমি ত হাতির সাথে খুব বেআদবী করে ফেলেছি। খুব নালায়েকী হয়ে গেছে আমার। অত:পর সে হাতিকে বলল, মহাত্মন! দয়া করে আমাকে মাফ করে দিন। হাতি বলল, ব্যাপার কী? বলল, আমি আপনার ঘাড়ে বসেছিলাম। বড়ই বেআদবী হয়ে গেছে আমার । আপনার উপর কষ্টদায়ক বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম কি না। হাতি বলল, লা হাওলা ওয়ালা কুও্ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্! আমার তো কোন খবরই নাই যে, তুই কখন এলি আর কখন গেলি?

আল্লাহ্র ক্ষমার দরিয়ার সামনে বান্দাদের সমস্ত গুনাহ্ও খুবই নগণ্য

বান্দা যত গুনাহ্ই করুক না কেন, আল্লাহ্পাকের 'ক্ষমা ও দয়ার দরিয়া'র সম্মুখে তা অতি নগণ্য। তাঁর কাছে মাফ চাইলে তিনি তাকে বলে দেন, যা, হট। আমি তোকে মাফ করে দিয়েছি। কেননা, নিজের বিষয়ে তিনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ "কেবল তিনিই সীমাহীন ক্ষমাকারী এবং সীমাহীন দয়ালু"। আল্লাহ্পাকের এ্যায়ছা শান!

তিনি এক জায়গায় لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ বলেছেন, অন্য জায়গায় الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ বলেছেন। মানে, ভীষণ মারাত্মক পাপেও যারা আক্রান্ত হয়েছ, আল্লাহ্র রহমত থেকে তোমরাও কিন্তু কিছুতেই নিরাশ

হয়ো না। তোমাদের সকল গুনাহ্ এবং সারা দুনিয়ার যত গুনাহ্ আছে, আমার রহমত তার চেয়ে বেশি; অনেক অনেক বেশি। আমি গাফূরুর রাহীম। আমার রহমত ও মাগফেরাতের দরিয়ার আদৌ কোনো কূল-কিনারা নেই। সারা বিশ্বের সব মানুষ মিলেও যদি গুনাহ্ কর, সবাইকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়ার পরও আমার সীমাহীন মাগফেরাতের দরিয়া অকূল, অথৈ ও পরিপূর্ণই থেকে যাবে।
আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেনঃ আমি ক্ষমাকারী। কোন পাপীই যদি না থাকে, তাহলে আমি ক্ষমা করব কাকে? পাপ যদি একজনেরও নাই, আমি কাকে ক্ষমা করব? আমি ক্ষমাকারী বটে, ক্ষমার গুণ ত আমার মধ্যে আছে। কিন্তু বাস্তবে আমি ক্ষমা করব কাকে, পাপী যদি একজনও নাই। এর উদাহরণ এরূপ যেমন কেউ বলল, ভাই! আমার উপর যাকাত ওয়াজিব। অথচ যাকাত নেওয়ার মত লোক একজনও নাই। এখন আমি যাকাত দিব কাকে?

আল্লাহ্ওয়ালাদের ক্ষমা চাওয়ার ঢং বহুতই আজিব হয়

হাফেয শীরাযী (র.)-এর কবরকে আল্লাহ্তাআলা নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের উপর আইন জারী করেছেন, হুকুম নাযিল করেছেন যে, তোমাদের মালের নেসাব হলে তোমরা যাকাত দিবে। হে আল্লাহ্! আমাদের অল্প নেসাব হলেই যদি যাকাত দিতে হয় তাহলে আপনার 'সীমাহীন মাগফেরাত'-এর নেসাবের হুকুম কী? আপনি ত সীমাহীন মাগফেরাতওয়ালা, সীমাহীন রাহীম ও গফূর। এরপরও কি আপনার অপার করুণার দৃষ্টিতে আপনার উপর কোন যাকাত আসে না?
মহান আল্লাহ্প্রেমিক হাফেজ শীরাযী (রঃ) বলেন-

نصاب حسن در حد کمال است ☆ زکوتم دہ کہ مسکین و فقیرم

হে আল্লাহ্! আপনার সৌন্দর্য ও গুণাবলী সীমাহীন! আপনার হুছ্ন্ বেশুমার। আপনি কত বড় ক্ষমাওয়ালা! আপনি কত বড় মেহেরবান! হর হুছ্ন্ আপনার। আপনি এ্যায়্ছা কামেল যে, আপনার কোন গুণে, কোন সৌন্দর্যে কোনো কমতি নেই, কোন ক্রুটি নেই, কোন অসম্পূর্ণতা নেই।

আমাদের মালের মধ্যে নেসাব হলে যাকাত দিতে হয়। তাহলে হে প্রিয়! আপনার যাকাতের পরিমাণ কত? আমরা ভিক্ষুকের দল। আপনার দুয়ারে দাঁড়িয়েছি। হে দয়াময়! আমাদেরকে আপনি কিছু যাকাত-সদ্‌কা দিন। কেননা, হে আল্লাহ্! আপনি কোরআন শরীফে বলেছেন,[৫] اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ ফকীর-মিসকীন বান্দারা যাকাত-সদকার যোগ্য পাত্র। হে আল্লাহ্! আমি ফকীরও, আমি মিসকীনও। সুতরাং আমাকে আপনার ক্ষমা, করুণা, মেহেরবানী ও সৌন্দর্যের যাকাত দিন।

নিজের শায়খের প্রতি আযমত ও মহব্বতের একটি নমূনা

উপরোক্ত ছন্দটির এক অর্থ ত এই। আরেক অর্থ হল, হাফেয শীরাযী নিজের মোরশেদকে লক্ষ্য করে বলছেন-

نصاب حسن در حد کمال است ☆ زکوتم دہ کہ مسکین و فقیرم

হে মোর্শেদ! আপনি জবরদস্ত কামালওয়ালা। আপনি এশকে-এলাহী, মহব্বতে-এলাহিয়া, মারেফতে-এলাহীয়া এত উঁচুমানের অর্জন করেছেন যে, এখন আপনার উপর যাকাত ফরয হয়ে গেছে। হে মোর্শেদ! আপনার ঐ মহব্বত ও মারেফাতের ভাণ্ডার হতে আপনি আমাকে এখন যাকাত প্রদান করুন। যাতে মহব্বতের সেই হিস্যা লাভ করে আমিও আল্লাহ্‌র ওলী হয়ে যেতে পারি।

কারো উপর যাকাত ফরয হয়ে গেলে সে যদি সঠিকভাবে যাকাত দেয় তাহলে আশ-পাশের গরীবরাও ধনী হয়ে যায়। আম-কাঁঠালের মৌসুমে অনেকের ঘরে আম, কাঁঠাল, চোষা আম, সেই সাথে গরুর গোশ্‌তও খুব আসতে শুরু করে। দেখা যায় তারা চোষা আম, ফজলী আম ইত্যাদি খুব খাচ্ছে। এসময় গরীব-দু:খীর ঘরে-ঘরেও ধুমধাম পড়ে যেতে পারে যদি যাকাতদাতাগণ ছহীহ্‌ভাবে যাকাত আদায় করেন। হে আমার মোরশেদ! আপনি যদি ঠিক মত যাকাত দেন তাহলে সেই ধন প্রাপ্ত হয়ে আমার মত কাঙ্গালও নিশ্চয় ওলীআল্লাহ্ হয়ে যাবে।

---

৫. সূরা তওবা, আয়াত নং ৬০

হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) নিজের মোরশেদ শামসুদ্দীন তাব্রেজীকে বলেছেন-

شمۂ از گلستاں باما بگو☆ جرعۂ بر ریز برما زیں سبو

হে মোরশেদ! আপনি এশ্‌কে-এলাহীর শরাব ধুমছে পান করছেন। আপনার বরকতে আমাদেরও এখন পিপাসা লেগেছে, খুব ক্ষুধা লেগেছে। হে মোর্শেদ্, তাই কিছু ত আমাদেরও দিন।

মাওলানা রূমীর এই ছন্দের মতই একই মর্ম হতে পারে হাফেয শীরাযীর পূর্বোক্ত ছন্দের। ঐ ছন্দটিতে এ দুই অর্থেরই সম্ভাবনা আছে। দীওয়ানে-মুতানাব্বীতে এক শে'রের অনেক ব্যাখ্যা যারা পড়ে এসেছেন তারা বুঝবেন যে, এখানেও একাধিক অর্থ হওয়া সম্ভব।

খালেছ তওবাকারী নিশ্চিতই কামিয়াব হয়ে যায়

আল্লাহ্‌পাক ক্যায়্‌ছা সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন-

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সব গুনাহ্‌ই মাফ করে দিবেন"।

কোন বাদশাহ্ যদি এ'লান করে যে, আমি তোমাকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দেব। বাদশাহ্‌র এরূপ এ'লান করার পর না দেয়াটা তাঁর আখলাকের খেলাফ। এটা তাঁর উচ্চ মর্যাদার পরিপন্থী। তাই সমস্ত বাদশার বাদশা মহান রব্বুল আলামীন যখন ওয়াদা করছেন যে, তোমরা নিরাশ হয়ো না। নিরাশ না হলে কী হবে? তোমরা নিরাশ না হয়ে আমার কাছে মিনতি করে বল যে, আমরা ভুল করেছি, আমাদের মাফ করে দেন। তাহলে আমি বললাম ত যে, সব কিছুই আমি মাফ করে দিব। তাহলে কিভাবে আল্লাহ্‌পাক নিজের 'শাহী অঙ্গীকার' ভঙ্গ করতে পারেন?

اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

মহান রব্বুল আলামীন অন্য আয়াতে বলেছেন-

تُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে মোমেনগণ! আমার কাছে ভুল স্বীকার করে তওবা কর। তাহলে সকলেই তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে।"

কামিয়াবী কী? কামিয়াবী হল জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া। কামিয়াবী হল আল্লাহকে পেয়ে যাওয়া।

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

"যে-মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করল সেই কামিয়াব হয়ে গেল।"[৬]

যদি পিটান-পুটান খেয়ে জান্নাতে যায় তাহলে এটা 'সবচেয়ে বড় কামিয়াবী' নয়। যদি পিটান না খেয়ে জান্নাতে যেতে পারে তাহলে এটাই 'আসল কামিয়াবী'। فَقَدْ فَازَ অর্থাৎ তওবার বরকতে 'দুখূলে আওয়ালি' নছীব হয় –বিনা শাস্তিতে সরাসরি জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়। لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -এর অর্থ হল, তোমরা যদি তওবা-তিল্লা কর তাহলে কোন পিটান ছাড়াই সোজা জান্নাতে পৌঁছে দিব। 'ফালাহ' বলে সর্বোচ্চ কামিয়াবীকে।

যেমন অন্য এক আয়াতে সর্বোচ্চ কামিয়াবীর বিষয়ে বলেছেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلوٰتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

"ঐ সকল মোমিনরা নিশ্চিত কামিয়াবী ও সফলতা প্রাপ্ত যারা নামাযে পরিপূর্ণ ভাবে মনোনিবেশকারী এবং যারা অনর্থক ও অহেতুক বিষয়াদি হতে দূরে অবস্থানকারী।"[৭]

এখানে সর্বোচ্চ কামিয়াবীর কথা বলেছেন। তাই এখানেও আল্লাহ্তাআলা اَفْلَحَ 'আফ্লাহা' শব্দ উল্লেখ করেছেন।

---

৬. সূরা আলে-ইমরান, আয়াত নং ১৮৫ ।

৭. সূর মূমিনূন, আয়াত নং ১-৩

মুত্তাকীরাই শ্রেষ্ঠ কামেলীন ও শ্রেষ্ঠ কামিয়াব

আল্লাহ্তাআলা কোরআন-কারীমে সূরা বাকারার শুরুতে[৮] কামেলীনের বয়ান প্রসঙ্গে বলেছেন- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ "সর্বোচ্চ কামেলীন বানানোর জন্য এই কিতাব হেদায়েত ও দিকনির্দেশনা স্বরূপ। এই কিতাব তামাম গায়রুল্লাহ্ ও গুনাহ্ হতে একদম মুক্ত করে সর্বোচ্চ কামেলীনের শীর্ষে পৌছে দিবে।" আল্লাহ্তাআলা এখানে হেদায়েতের সর্বোচ্চ মর্তবার কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর কামেলীনের বিভিন্ন ছিফত ও আমলের বয়ান করেছেন যে, তাদের ঈমান এমন কামেল থাকে, তাদের আমল এরূপ কামেল থাকে, আল্লাহ্কে নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকে, তাদের মেরাজওয়ালা যিন্দেগী থাকে, হেদায়েতের যে কিতাব আল্লাহ্পাক পাঠিয়েছেন তার আলোকে তারা ঈমান এবং খুব আমলের যিন্দেগী বানায়।

সর্বশেষে বলেছেন أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ "আল্লাহ্পাক হেদায়েত স্বরূপ যা কিছু পাঠিয়েছেন সেই হেদায়েতের উপর তারা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।"

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ "এবং তারাই সর্বোচ্চ কামিয়াব; কামিয়াবীর শীর্ষস্থান লাভকারী।"[৯]

কোথাও مُفْلِحُوْنَ 'মুফ্লিহূন' এবং কোথাও قَدْ أَفْلَحَ 'আফ্লাহা' উল্লেখ করেছেন। তদ্রূপ তওবার আয়াতেও তিনি لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ উল্লেখ করেছেন। মানে, "তওবা করলেও তোমরা পূর্ণ কামিয়াব হয়ে যাবে।" উভয় জায়গাতেই একই 'ফালাহ্' তথা একই কামিয়াবীর কথাই তিনি বলেছেন।

৮. সূরা বাকারা, আয়াত নং ২

৯. সূরা বাকারা, আয়াত নং ৫

তওবাকারীরাও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত

দেখা গেল, আল্লাহ্‌তাআলা মুত্তাকী এবং তওবাকারী উভয়ের জন্যই فَلَاحٌ -এর ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের এক স্থানে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন–

وَمَن يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে বান্দারা তাকওয়ার উপর চলবে তাদের কোনো পেরেশানী থাকবে না। যে কোন সংকট থেকে আল্লাহ তাদের উদ্ধার করবেন। কল্পনাতীতভাবে আল্লাহ্ তাদের রিযিক দান করবেন।"[১০] এ আয়াতে ত স্বয়ং আল্লাহ্‌পাকই এই কথা বলেছেন। এক হাদীস শরীফে[১১] রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا

وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে ব্যক্তি এস্তেগফারকে মজবুতভাবে ধরবে অর্থাৎ বেশি বেশি এস্তেগফার করবে, বেশি বেশি মাফ চাইবে যে, হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দেন, হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দেন। মাফ চাইতেই থাকে এই বান্দা। আল্লাহ্‌পাক এইরূপ বান্দাকে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং যত রকমের পেরেশানী, সবকিছু তিনি দূর করে দিবেন। তদুপরি কল্পনাতীতভাবে তাকে তিনি রিযিক দান করবেন।

মোল্লা আলী কারী (রঃ) মেরকাত শরহে-মেশকাতে এ হাদীস সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন فَإِنَّ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ نُزِّلُوْا مَنْزِلَةَ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ্‌পাক মুত্তাকীদের জন্য যে ওয়াদা করেছেন, এই হাদীস-পাকে প্রিয় রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এস্তেগফারকারীদের জন্যও ঠিক সেই একই মর্তবা বয়ান করেছেন। মোল্লা আলী কারী (র.) এই হাদীস থেকে যা প্রমাণ করেছেন, উপরে আপনারা কোরআনেপাক থেকেও এই বিষয়ে

---

১০. সূরা তালাক, আয়াত নং ২-৩

১১. মেশকাত শরীফ: পৃষ্ঠা ২০৪

দলীল শুনেছেন। অর্থাৎ কামেলীনদের জন্য আল্লাহ্পাক যেভাবে فَلَاحٌ (ফালাহ্) শব্দ নাযিল করেছেন, তাওবাকারীদের জন্যও তিনি ঠিক সেই فَلَاحٌ (ফালাহ্) শব্দই নাযিল করেছেন। যার অর্থ, মুত্তাকীরা যেমন কামিয়াব, তওবাকারীরাও তদ্রূপ কামিয়াব। আলহামদুলিল্লাহ্।

বোঝা গেল, যারা একদম মুত্তাকী তারাও কামিয়াব। আর যারা গুনাহ্ করেছিল, পরে তওবা করেছে, তারাও কামিয়াব। কেউ কামিয়াব হয়েছে তাকওয়ার রাস্তায়। আর কেউ কামিয়াব হয়েছে তওবার রাস্তায়।

আল্লাহ্কে পাওয়া এবং জান্নাতে যাওয়ার দু'টি রাস্তা ঃ তাকওয়া ও তওবা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) লিখেছেন, আল্লামা শা'রানী (রঃ) বলেনঃ ইমাম গাযালী (রঃ) -এর উস্তাদ ইমাম আবূ ইসহাক ইসফারায়েনী (রঃ) বলতেন, আয় আল্লাহ্! আমি আর কিছু চাই না। একটাই আমার চাওয়া যে, আমার দ্বারা যেন কোনও গুনাহ্ না হয়। যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যেত তাহলে আবার তিনি তওবা-তিল্লা, কান্না-কাটি শুরু করে দিতেন। আবার গুনাহ্ হয়ে গেলে আবার তওবা-তিল্লা, কান্না-কাটি। এভাবেই তিনি এবাদত-বন্দেগীতে তাকওয়ার যিন্দেগী কাটাতে থাকেন। এই যন্ত্রণা ও মানসিক বেদনার মধ্যে ৩০ বছরের মাথায় একদিন যখন কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে গেল সেদিন তিনি খুব কাঁদলেন যে, আয় আল্লাহ্! আমি বলছি– আমি আর কিছু চাই না। শুধু এতটুকুই যে, আমার যেন কোন গুনাহ্ না হয়। তারপরও আবার গুনাহ্ হয়ে গেল। হে আল্লাহ্! এটা আমার জন্য অসহনীয় ও অবর্ণনীয় কষ্টকর। তখন আসমান থেকে আওয়াজ এলো যে, হে আবূ ইসহাক! তুমি কী চাও? তুমি ত মুত্তাকীই হতে চাচ্ছ? আর একারণেই তুমি বারবার বলছ যে, আমার যেন কোন গুনাহ্ না হয়, গুনাহ্ না হয়। এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য হল, জান্নাতে আসা এবং আল্লাহ্কে পাওয়া। হে আবূ ইসহাক! আল্লাহ্কে পাওয়া এবং জান্নাতে

যাওয়ার জন্য দু'টি রাস্তা। ১.তাকওয়া। ২.তওবা। কেউ তাকওয়ার রাস্তায় আল্লাহ্ওয়ালা হয়। আর কেউ তওবার রাস্তায় আল্লাহ্ওয়ালা হয়। কেউ তাকওয়ার রাস্তা দিয়ে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে। আর কেউ তওবার দরওয়াজা দিয়ে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে। কোন্ গেট দিয়ে তোমাকে প্রবেশ করাব সেটা ত আমার এখতিয়ার। সেটা তোমার এখতিয়ার নয়। তুমি ত চেষ্টা করবে তাকওয়ার রাস্তায় আসার জন্য। সে-পথে উত্তীর্ণ না হলে তওবার রাস্তাতেও আসার জন্য চেষ্টা কর। আমি ত রাস্তা দু'টাই খোলা রেখেছি। তাকওয়ার রাস্তায় পূর্ণভাবে আসতে পারছ না, তো তওবার রাস্তায়ই আস।

আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

"আল্লাহ্পাক বারংবার তওবাকারীদের মহব্বত করেন।"[১২]

অন্যত্র বলেছেন–

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ نَعِيْمٍ

"নিশ্চয় মোত্তাকীরা জান্নাতে এবং নে'মতসমূহের মধ্যে ডুবে থাকবে।"[১৩]

আরেক জায়গায় বলেছেন–

إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ

"নিশ্চয় নেক্ বান্দাগণ নে'মতই-নে'মতে ডুবে থাকবেন।"[১৪]

অন্য জায়গায় বলেছেন-

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

"আল্লাহ্পাক তো আল্লাহ্ভীরুদের আমলই গ্রহণ করেন।"[১৫]

আরেক আয়াতে বলেছেন-

---

১২. সূরা বাকারা, আয়াত নং ২২২

১৩. সূরা তূর, আয়াত নং ১৭

১৪. সূরা ইনফিতার, আয়াত নং ১৩

১৫. সূরা মায়েদা, আয়াত নং ২৭

لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"জনপদের বাসিন্দারা যদি ঈমান আনে আর তাক্ওয়া অবলম্বন করে, অবশ্যই আমি আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ তাদের জন্য উম্মুক্ত করে দিব।"[১৬]

তাকওয়ার কথা তিনি আরো কতভাবে বলেছেন–

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

"আল্লাহর ওলীদের না থাকবে কোন শঙ্কা, না তারা বেদনাভারাক্রান্ত হবে। ওলী তারা যারা ঈমান আনলো এবং তাক্ওয়ার উপর অটল থাকলো।"[১৭]

اِنْ اَوْلِيَاۤؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ

"মুত্তাকিরাই আল্লাহ্র ওলী (অথবা বায়তুল্লাহ্র ওলী)।"[১৮]

আবার তওবার কথাও আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন জায়গায় খুব গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। তাকওয়ার কথা যেমন মজবুতভাবে (strongly) বলেছেন, তওবার কথাও তেমনি মজবুতভাবে বলেছেন।

তওবাকারী এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীরা আল্লাহ্র ওলী

এক আয়াত আছে যে,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ 'ভালোবাসেন' তওবাকারীগণকে এবং তিনি 'ভালবাসেন' পবিত্রতার প্রতি গুরুত্বারোপকারীদেরকে।[১৯]

মুতাতাহ্হিরীন (পবিত্রতার গুরুত্ব দানকারীগণ) ত মুত্তাকীরাই। কারণ, এখানে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের উল্লেখ হয়েছে তওবাকারীদের

---

১৬. সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ৯৬
১৭. সূরা ইউনুস, আয়াত নং ৬২
১৮. সূরা আনফাল, আয়াত নং ৩৪
১৯. সূরা বাকারা, আয়াত নং ২২২

বিপরীতে। অতএব, এখানে একই জায়গায় উভয়টাই আছে। অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ্পাক মুত্তাকীদেরও নিজের 'মাহ্বূব' (প্রিয়পাত্র) বলেছেন, তওবাকারীদেরও নিজের 'মাহ্বূব' বলেছেন। কিন্তু মুত্তাকী হওয়ার জন্য খালি জাহেরী পাক-পবিত্রতা অর্জনই যথেষ্ট নয়। تَطَهُّر বাবে تَفَعُّل থেকে মুবালাগার অর্থ দেয়। তাহলে এখানে অর্থ হলো, "যারা খুব পাক-ছাফ থাকে আল্লাহ্পাক তাদেরকে খুব পছন্দ করেন।"

খুব পাক-ছাফ ত তারা
যাদের বাহির পাক,
দেহ পাক,
কাপড় পাক,
দিলও পাক,
যিন্দেগীও পাক।
বস্তুত: তারাই হল প্রকৃত ও পূর্ণ পাক-ছাফ।

بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں بار بار توبہ کرنے والوں سے اور وہ محبت فرماتے ہیں پاکبازوں سے بھی

এখানে পাক-ছাফদেরকে আল্লাহ্পাক দ্বিতীয় নম্বরে উল্লেখ করছেন। আর তওবাকারীদের উল্লেখ করেছেন প্রথম নম্বরে। আল্লাহ্তাআলা জানেন যে, এরা ত উল্টা-পাল্টা করতে থাকবে, এজন্য সিরিয়াল এদের আগে দেই। করুণার নজর দিয়ে ওদেরও তো পাক করতে হবে। আর যারা পাক-ছাফ থাকে তারা ত ঠিকই আছে– তারা তো আমার প্রিয় হওয়ার যোগ্য হয়েই আছে। আল্লাহ্পাক বলেন, তোমরা যারা গুনাহ্ করেছ, ফের তওবাও করেছ। যেহেতু তোমরা তওবাকারী, তাই তোমরাও আমার মাহবূব। আর হে মোত্তাকীরা! তোমরা যেহেতু তাক্ওয়ার পথে চলছ, সুতরাং তোমরাও আমার মাহবূব। তাহলে তোমরাও মাহবূব, আর তোমরাও মাহবূব। উভয়ই আমার মাহবূব। اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ المتطَهِّرِيْنَ সুব্হানাল্লাহি তাআলা ওয়াবিহাম্দিহি! রব্বুল আলামীনের কী আজীব শান! কী বিস্ময়কর করুণা!

তওবাকারীর দিল নূরে ঝলমল করতে থাকে

হাদীসে-কুদছীতে আছে, আল্লাহ্পাক বলেন–

لَاَنِيْنُ الْمُذْنِبِيْنَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِيْنَ

"গুনাহগারদের কান্নাকাটির আওয়াজ তাসবীহ-যপকারীদের আওয়াজ অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার নিকট।"[২০]

বস্তুত: এই হাদীছে-কুদ্ছী পবিত্র কোরআনের পূর্বোল্লেখিত আয়াত-

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ এরই প্রতিচ্ছবি ও প্রতিধ্বনি। যারা গুনাহ্ করার পর কান্না-কাটি করে তাদের কান্না-কাটি, আহাজারী আমার খুবই মাহবূব জিনিস। আহ! ক্যায়্ছা মোআমালা! ক্যায়্ছা দয়া!

ঈদের জন্য কাপড় বানিয়েছ। সেই কাপড়ের উপর তোমার বাচ্চা পেশাব-পায়খানা করে দিয়েছে। তো এখন কী করবে? পুড়িয়ে ফেলবে এই কাপড়? জঙ্গলে ফেলে দিবে? বিপুল পানিতে ধুতে থাক। ভাল করে সাবান দিয়ে আচ্ছা করে ধুয়ে নাও। খুশবুদার সাবান লাগাও। সাবান লাগিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে আস। আগে ত সাবানও দাও নি, খোশবূও লাগাও নি। এখন ত সাবানও লাগিয়েছ। খুব ধুয়েছ। ফের মাড়ও লাগিয়েছ। ইস্ত্রিও করেছ। আগে ত খুশবুহীন খালি কাপড় ছিল। আর এখন ত খুশবুও আসে। এখন ত দেখলে মনে হয় কী চকচকে, ঝকঝকে। কী ঝলমল করছে। কী প্রিয়, কী দৃষ্টিনন্দন তা এখন। اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ তওবাকারীরা আল্লাহ্পাকের নিকট যখন তওবা করে এবং তিনি তাদের তওবা কবূল করেন। তখন তারা তওবা ও তওবার কবূলিয়তের নূরে ঝিকমিক-ঝিকমিক করতে থাকে। তাদের পুরা যিন্দেগী ঝিকমিক, চিকচিক-চিকচিক করতে থাকে। দেখ ভাই! কী আযীমুশ্শান আমাদের রব্বুল আলামীন! ওয়া-রে পেয়ারা মাওলা! কী শান আপনার! কী মায়া-মহব্বত আপনার!

বেচারা তওবা-তিল্লা করে পাক-ছাফ হয়। তওবা-তিল্লার পরও আহাজারী করতে থাকে, আয় আল্লাহ্! মাফ করে দেন। নানাভাবে ইয়াদে-

---

২০. তাফসীরে রূহুল মাআনী ৩০নং খণ্ড,পৃষ্ঠা ৫৩৩ সূরা কদ্‌র

এলাহী করতে থাকে। ফলে বান্দা এতে আরো খোশবূদার হতে থাকে। পহেলা ত পাক-ছাফ হয়ে যায়, পরে শুধু খুশবূদার আর খুশবূদার হতে থাকে। যখন সে সেজদা করে তখন এ্যায়ছা রঙ লাগে যে, জনাব কী বলব! সে মহান আল্লাহ্‌র খুশবূতে ডুবে যায় । খুশবূই খুশবূ। আতর লাগানোর পরে, ইস্ত্রি করার পরে এখন ত শুধু খুশবুই খুশবু। তুমি নিজেও পাচ্ছ খুশবূ । আবার অন্যরাও পাচ্ছে তোমার সেই খুশবূর খুশবূ। কোন দিকে বের হলেই লোকজন বলে,

ওই যে ইমাম সাহেব যাচ্ছেন,

খতীব সাহেব যাচ্ছেন,

ওই যে শাহ্ ছাহেব যাচ্ছেন।

ওই যে এক আল্লাহ্‌প্রেমিক যাচ্ছেন।

পাক-ছাফ রূহের খোশবূতে অন্যরাও আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়ে যায়

যখন কোন মানুষ তওবা-তিল্লা করে পাক-ছাফ হয়ে যায় তখন তার রূহ থেকে খুশবু আসতে থাকে। খোশবূওয়ালার সেই খোশ্‌বূর খোশবূতে লাখো-কোটি মানুষ তখন আল্লাহ্‌র ওলী হতে থাকে।

بوئے کباب مارا مسلمان کرد

এক হিন্দু লোক কাবাবের ঘ্রাণ পেয়ে জিজ্ঞাসা করল যে, ভাই! কীসের ঘ্রাণ? বলা হলো, গরুর কাবাবের ঘ্রাণ। সে বলল, আচ্ছা? আমিও খাব কাবাব। কিন্তু কিভাবে খাব আমি? আমি ত হিন্দু মানুষ! চল তাহলে আমিও মুসলমান হয়ে যাই। পরে মুসলমান হয়ে বলল, ভাই! এখন তো আমায় দাও। আমি কাবাব খাব। অত:পর সে কাবাব খেল। আর বলল:

بوئے کباب مارا مسلمان کرد

"কাবাবের খুশ্‌বু আমাকে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে"।

সত্যিই কোন লোক যখন সত্যিকার অর্থে তওবা-তিল্লা করে, তখন সে আরেফবিল্লাহ্‌ই হয়ে যায়। তার খোশ্‌বু এমন হয় যে, লাখো-কোটি মানুষ তখন তার বরকতে আল্লাহ্‌র ওলী হয়ে যায়।

এই শে'রটা মূলত: আরেক অর্থে। সেটা হল, যারা গুনাহ্ থেকে বাঁচার মুজাহাদা করতে থাকে, বেশি বেশি মুজাহাদার কারণে তাদের দিল্‌টা কাবাবের মতই হয়ে যায়। হাজার হাজার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও যে গুনাহ্ করা থেকে বিরত থাকে, ঐ দিল যেন 'ভূনা কাবাবই' হয়ে যায়। ঐ দিল থেকে কাবাবের মত এশকে-এলাহীর খুশ্‌বু আসতে থাকে। তখন যারা তার বয়ান শোনে, কথা শোনে, তার সাথে ওঠে-বসে, তাদের অনুভব হয় যে, হায়! তার থেকে এশকে-এলাহীর কী খোশবূ আসছে! তখন অন্য বান্দারাও ছুটে আসে যে, চল ভাই! চল, আমরাও অনুরূপ 'কাবাবওয়ালা' হয়ে যাই। لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ তাহলে আমরাও নিশ্চয় সফলকাম হয়ে যাব, আল্লাহওয়ালা হয়ে যাব।

মুত্তাকী এবং তওবাকারীদেরই নসীব হয় কামিয়াবী

এক আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন–

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازاً

"যারা মুত্তাকী, তাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত কামিয়াবী।"[২১]

তাহলে মুত্তাকীদের কামিয়াবী ও খোদাপ্রাপ্তি চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিত বিষয়। আর لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ আয়াতে রব্বুল আলামীন বলেন- হে তওবাকারীরা! 'তোমরাও কামিয়াব হয়ে যাবে, তোমরাও খোদাকে পেয়ে যাবে'। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌তাআলা মুত্তাকী এবং তওবাকারীদের একই দর্জায় গণ্য করেছেন। অর্থাৎ মুত্তাকীরাও 'মন্‌যিলে-মাক্‌ছূদ প্রাপ্ত'। তাওবাকারীরাও 'মন্‌যিলে-মাক্‌ছূদ প্রাপ্ত'। মহান রব্বুল আলামীনের শান ত দেখুন! সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহ্।

বলুন, তাহলে আমাদের তওবা করা উচিত কি না? চলুন তাহলে তওবা করি। অত:পর তাকওয়ার উপর চলি। তাহলে আমরা কামিয়াব হবই ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। বস্ আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে কবূল করেন। কাউকে মাহরূম না করেন।

---

২১. সূরা নাবা, আয়াত নং ৩১

সর্বদা সর্ব-বিষয়ে পবিত্রতা অবলম্বন মোমেনের ঈমানী শান, ঈমানী গুণ

হযরত রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন-

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

"ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল, তহারত বা পবিত্রতা।"[২২]

অন্য হাদীসে বলেছেন,

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَّ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً

"ঈমানের সত্তররেও অধিক শাখা-প্রশাখা আছে।"[২৩] তার মানে, একজন প্রকৃত মু'মিন বান্দার মধ্যে এতগুলো ঈমানী গুণাবলী থাকে। যেমন,

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ

"লজ্জা ঈমানের শাখা।"[২৪]

শাখা মানে কী? শাখা হল, মু'মিনের একটা ঈমানী খাছলত, ঈমানী ছিফত, ঈমানী গুণ, ঈমানী চরিত্র। ঈমানের আরো অনেক গুণ আছে। কেননা,রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ৭০-এর চেয়ে বেশি ঈমানী গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ যে সকল গুণ ঈমানের মধ্যে থাকে তন্মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয় হল পবিত্রতা। 'ঈমানী গুণ' হওয়ার অর্থ হল, যেখানেই একজন মু'মিন বান্দা সেখানেই হায়া-শরম-লজ্জাশীলতা।

যেখানে একজন মু'মিন বান্দা, সেখানেই মহব্বত-খায়েরখাহী-কল্যাণকামীতা। যেখানে কোন মু'মিন বান্দা, সেখানেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র যিকির। তদ্রূপ যেখানেই কোন মু'মিন বান্দা, সেখানেই তহারত বা পবিত্রতা। এ হাদীসে-পাকের এই হল মর্ম।

---

২২. মুসলিম শরীফ, ১ম খণ্ড , পৃষ্ঠা:১১৮

২৩. মুসলিম শরীফ, ১ম খণ্ড , পৃষ্ঠা: ৪৭, বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা: ৬

২৪. মুসলিম শরীফ, ১ম খণ্ড , পৃষ্ঠা: ৪৭, বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা: ৬

মু'মিন বান্দার সর্ব-মুহূর্তের ব্রতই হল পবিত্রতা

সুতরাং মু'মিন বান্দার ২৪ ঘণ্টার কর্ম, চরিত্র, ও বর্ণই হল পবিত্রতা।
কিরূপ পবিত্রতা?
তার চক্ষু পবিত্র,
জিহ্বা পবিত্র,
কান পবিত্র,
দিল পবিত্র,
হাত পবিত্র,
পা পবিত্র,
চিন্তা পবিত্র,
গতি পবিত্র,
জয্‌বা পবিত্র,
লক্ষ্য পবিত্র,
আমল পবিত্র,
নামায পবিত্র,
ঘর পবিত্র,
কাপড় পবিত্র,
বাহির পবিত্র,
ভিতর পবিত্র,
বন্ধুত্ব পবিত্র,
শত্রুতা পবিত্র,
লেনদেন পবিত্র,
কায়-কারবার পবিত্র,
আলোতে পবিত্র,
অন্ধকারেও পবিত্র।

এভাবে চব্বিশ ঘণ্টা পবিত্র থাকা তার ঈমানী জিন্দেগীর অবিচ্ছেদ্য ও অলংঘনীয় বিষয়। اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ হাদীসে-পাকের এই হল মতলব ও মর্ম।

তাকওয়া ও তওবার পথেই অর্জন হয় কাঙ্ক্ষিত পবিত্রতা

মু'মিনের পূর্ণ জীবনের জন্য,
প্রতিটি মুহূর্তের জন্য,
প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য
'পবিত্রতা' অবিচ্ছেদ্য, অলংঘনীয় ও অবশ্য পালনীয় বিষয়।

কিন্তু এ পবিত্রতা কীভাবে অর্জন হবে? এই পবিত্রতা অর্জন হবে তাক্ওয়ার পথে এবং তওবার পথে। যে ব্যক্তি তাকওয়া এখতিয়ার করল, গুনাহ্ থেকে বাঁচল, সে তার কাংখিত পবিত্রতায় সিক্ত হলো, ধন্য হলো, সফলতা প্রাপ্ত হলো। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন-

اَللّٰهُمَّ اِغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ وَ نَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

"হে আল্লাহ্! আপনার মাগফেরাতের বরফ ও শিলার স্বচ্ছ-শুভ্র-শীতল পানি দ্বারা আমাকে ধুয়ে-মুছে পবিত্র করে দিন। সব গুনাহ্ ধুয়ে-মুছে আমাকে-আমার অন্তরকে আপনি পবিত্র বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ্! সাদা কাপড় ময়লা হলে যেভাবে পরিষ্কার করা হয়, আমার দিলটাকে ক্ষমার পানি দ্বারা আপনি সেইভাবে পরিষ্কার বানিয়ে দিন।"[২৫]

এতে স্পষ্ট হয়ে গেল, বান্দা পবিত্র হয় দুইভাবে। এক পবিত্র হয় তাক্ওয়ার পথে। আরেক পবিত্র হয় তওবার পথে। বস্ কিচ্ছা খতম। মু'মিন বান্দা হামেশা পবিত্র থাকবে হয় তাক্ওয়ার দ্বারা। আর ভুল-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তখন তওবার দ্বারা।

মুত্তাকী থাকা তেমনি সহজ যেমন বা-উযূ (ওযূসহ) থাকা সহজ

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে-মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (নাওয়ারাল্লাহূ মারকাদাহূ) বলেন: মুত্তাকী থাকা এমনই সহজ যেমন সহজ ওযূ সহ থাকা । ভাই! ওযূ আছে, তো ভাল। ওযূ ছুটল, তো ওযূ কর। তাহলে তুমি ওযূওয়ালা হয়ে গেলে। তদ্রুপ সর্বদা তুমি তাক্ওয়ার

---

২৫. বোখারী শরীফ: ২য় খণ্ড , পৃষ্ঠা: ৯৪৩

সঙ্গে থাক। যদি তকওয়া ছুটল, তো ফের তুমি তওবা-তিল্লা করে ঠিক করে নাও। পবিত্র হয়ে যাও। বস্ এখন তুমি পবিত্র, তুমি মুত্তাকী। মাশাআল্লাহ্! আল্লাহ্পাক আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

ঘর-বাড়ি ও আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার মত সদা দেহ-মন পবিত্র রাখাও জরুরী

রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন:

نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ

অর্থ: "তোমরা তোমাদের ঘরের আশ-পাশও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ।"[২৬]

মুহিউচ্ছুন্নাহ্ মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (র.) এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: ঘরের আশ-পাশকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যখন দায়িত্ব একজন মোমিনের, তাহলে ঘরের ভিতরকে পরিষ্কার রাখা তো আরো অধিক কাম্য। ঘরকে পরিষ্কার রাখা যখন এতটা কাম্য, তাহলে পরিধানের পোশাক-পরিচ্ছদকে তার চেয়ে বেশি, দেহকে তার চেয়ে বেশি, সর্বোপরি অন্তর-আত্মাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা তো আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয় এই একই হাদীস থেকে। আল্লাহ্পাক আমাদের সকলকে, আমাদের সকল আপনজন ও প্রিয়জনদেরকে ভিতর-বাইরের পরিচ্ছন্নতাময় জীবন দানে ধন্য করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

---

২৬. তিরমিযী ২য় খণ্ড , পৃষ্ঠা: ১০৭

০২/০৫/১৩ ইং তারিখে তাকওয়ার বিষয়ে হযরত মাওলানা শাহ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ততম এক বয়ান পেশ করেন। যা নিচে লিপিবদ্ধ করা হল–

স্থান: খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া ইয়াদগার খান্‌কায়ে হাকীমুল উম্মত, ৪৪/৬ ঢালকানগর, ঢাকা- ১২০৪

হারাম খাহেশাত বর্জনকারীর ঠিকানা জান্নাত

মন গেল আমি গেলাম না। বস্‌ সে মুত্তাকী। মন যায় কিন্তু বান্দা সেদিকে যায় না। তাহলে সে মুত্তাকী। মন চায় গুনাহ্‌ করতে, কিন্তু বান্দা গুনাহ্‌ করল না। বস্‌ সে-ই মুত্তাকী। যে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজেকে খাহেশাত-এর হারাম পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। মনের খাহেশাতের সঙ্গে যায় না; সে দিক হতে নিজেকে ফিরিয়ে রাখে। তার নিশ্চিত ঠিকানা জান্নাত।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى

অর্থ: "পক্ষান্তরে, যে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়ানোর চিন্তা করে ভয় পেয়ে গেল এবং নিজেকে মনের হারাম চাহিদার পথ হতে বিরত রাখল, নিশ্চয় জান্নাতই হচ্ছে তার ঠিকানা।"[২৭]

---

২৭. সূরা নাযেআত, আয়াত নং ৪০-৪১

যার খাহেশাত নাই সে ওলীআল্লাহ্ হতে পারে না

যদি কারো মধ্যে খাহেশাতই না পয়দা হয় তাহলে সে নিজেকে ফিরাবে কীভাবে? কী থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, কোন্ জিনিস থেকে? কেউ কাউকে বলল, এই! ওকে ধর! ধর! কিন্তু সামনে কেউ নাই। তাহলে ধরবে কাকে? কেউ বলল, ওকে ফিরাও! ফিরাও! কিন্তু সামনে কেউ নাই। তাহলে ফিরাবে কাকে? এখানে আল্লাহ্পাক বলেছেন, খাহেশাত যখন একদিকে টানছে, সেদিকে না যাওয়া, তা থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখা, নিজেকে হেফাযত করা। মানে? মনের মধ্যে খাহেশাত ত পয়দা হবে। কিন্তু তুমি নিজেকে সে-পথ হতে ফিরিয়ে রাখবে। বস্তুতঃ এরই নাম তাক্ওয়া। এই তাক্ওয়াই তাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে।

গাওছে-আ'যম হওয়ার জন্যও খাহেশাতের (কুপ্রবৃত্তির) সঙ্গে লড়াই জরুরী

যত বড় গাওছে-আ'যমই হোক না কেন, তার মধ্যেও খাহেশাত থাকতে হবে। নইলে সে কিসের গাওছে-আ'যম! গাওছে-আ'যম হওয়ার জন্য খাহেশাতের সাথে লড়াই জরুরী। গাওছে-আযম তখনই গাওছে-আযম যখন তিনি খাহেশাত তথা কুপ্রবৃত্তির খুব বিরুদ্ধে চলেন। যার যত বড় মোজাহাদা, তিনি তত বড় ওলীআল্লাহ্। ওলীআল্লাহ্ হওয়া মানে পাথর হওয়া নয়। ওলী তিনি যিনি সর্বদা অটলভাবে মনের অন্যায় গতিবিধির বিপরীতে গতিশীল।

যে পাপের দুনিয়া চিনে-জানে কিন্তু দূরে থাকে, সেই ওলীআল্লাহ্

বস্তুতঃ ওলীআল্লাহ্ তাকেই বলে, যে পাপের দুনিয়া চিনে-জানে, কিন্তু সেই পথে থাকে না। সে-ই ওলীআল্লাহ্। হর লাইন সে জানে। কিন্তু হর লাইনে সে চলে না। চলে শুধু মাওলার লাইনে, মাওলার সন্তুষ্টির লাইনে। হযরত থানবী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা আস্আদুল্লাহ্ সাহারানপুরী (রহ.) বলেছেন-

اسعد کو عشق میں حاصل ہیں دست گاہیں ☆ پہچانتا ہے ظالم ہر طرز کی نگاہیں

"ভালবাসার ব্যাপারে আমার ডক্টরেট করা আছে। আমি চোখ দেখলেই বুঝি যে, কার অবস্থা কী! প্রেমময় লোকের সব রকমের চোখ-চাহনিই

আমি খুব চিনি।" তিনি চিনেন, বুঝেন, কিন্তু তারপরেও কোন গুনাহ্ করেন না। এরই নাম ওলীআল্লাহ্। শেখ সা'দী (রহ.) বলেছেন-

که سعدی راه ورسم عشق بازی ☆ چناں داند که در بغداد تازی

সা'দী শীরাযী এশ্‌কবাজী (প্রেম-প্রীতি) এতটা চিনে, প্রেম-ভালবাসার বিষয়াদি এতটা গভীরভাবে জানে-বোঝে, যেভাবে বাগদাদের বাজারে অনেক ঘোড়া যখন ওঠে, কিন্তু পহেলা বারেই আরবী ঘোড়াটা সবার নিশ্চিত করেই নজর কাড়ে। সা'দীর প্রেম-ভালবাসার বিষয়টাও এক্ষেত্রে তেমনই। কিন্তু এরূপ জানা-বুঝা সত্ত্বেও সেদিকে যায় না সা'দী। তদ্রূপ, গুনাহের সব রাস্তা ও কৌশল জানা সত্ত্বেও এবং সব রকম সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সব গুনাহ্ হতে যে বিরত থাকলো, সে-ই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, স্নেহের পাত্র তথা আল্লাহ্র ওলী হয়ে গেল।

মনের অন্যায় চাহিদা দমন করেই মানুষ ওলীআল্লাহ্ হয়

দেখুন, খাম্বা কি ওলীআল্লাহ্? না, সে ওলীআল্লাহ্ নয়। কারণ, খাম্বার মধ্যে কোন খাহেশাতই নাই; কোনো কুরিপু, কুচাহিদা নাই। অথবা গরু কি ওলীআল্লাহ্? গরুর মধ্যে খাহেশাত তো আছে, কিন্তু ফিরানোর দায়িত্ব নাই। যেদিকে মন চায় সেদিকেই দৌড় দেয়। আজ পর্যন্ত কোন ষাঁড় ওলীআল্লাহ্ হয়েছে? কোন দামড়া ওলীআল্লাহ্ হয়েছে? খাম্বার ত খাহেশাতই নাই। আর ষাঁড়ের যদিও খাহেশাত আছে, কিন্তু ওর উপর নিজেকে ফিরানোর কোন দায়-দায়িত্ব নাই। আর মানুষের মধ্যে খাহেশাতও আছে, নিজেকে সে পথ হতে বিরত রাখারও দায়িত্ব আছে। যে ফিরালো না সে জাহান্নামে গেল। আর যে ফিরাল, খাহেশাতের সাথে চলল না, মনের যাকিছু হারাম ইচ্ছা, হারাম কামনা-বাসনা পয়দা হল- সে রাস্তায় সে চলল না, সে ওলীআল্লাহ্ হয়ে গেল, সোজা জান্নাতের দিকে ছুটল।

পাপের অনিচ্ছাকৃত আগ্রহ জাগা হারাম নয়, তা বাস্তবায়ন করা হারাম

কারো মনে ভিন্ নারীকে দেখতে ইচ্ছা করে। অনিচ্ছাকৃতভাবে এরূপ কামনা উদয় হওয়া গুনাহ্ নয়। কিন্তু ইচ্ছা-আগ্রহ উদয় হওয়ার পর দেখলে সেটা গুনাহ্। মন চায় দেখতে, এতে কোন গুনাহ্ নাই। কিন্তু যদি

দেখল, তো গুনাহ্ হয়ে গেল। মন হাজার বার তাকে স্পর্শ করতে চেয়েছে, চুম্মা-চাটি করতে ইচ্ছা করেছে। কিন্তু সে একবারও অগ্রসর হয় নি, তাহলে সে পাক্কা মুত্তাকী।

লক্ষ বার গুনাহ্র আগ্রহ জাগার পরও তা হতে বিরত থাকা লক্ষ লক্ষ তাহাজ্জুদ হতে শ্রেষ্ঠ

যদি এক লক্ষবারও দেখতে মন চেয়েছে, কাউকে এক লক্ষবারও চুম্বন করতে ইচ্ছা করেছে, কিন্তু সে এক লক্ষবারের প্রতিবারই কষ্ট করে বিরত থেকেছে। তাহলে লক্ষ লক্ষ তাহাজ্জুদ থেকেও দামী তার এই আমল।

সুস্থ-সবল-সুঠাম দেহ এক মস্তবড় নে'মত

যার শরীরে শক্তি থাকে না সে নামায, রোযা ইত্যাদি কোন কাজই করতে পারে না। বেকার হয়ে যায়। তাকে কেউ দেখতেও পারে না। রাস্তা দিয়ে গেলে লোকেরা বলতে থাকে, ঐ বেটা বেকার ও অথর্ব। স্ত্রীর হকও আদায় করতে পারে না। স্বাস্থ্য ভাল থাকা, শরীর ভাল থাকা- অবশ্যই এটি প্রসংশনীয় বিষয়। এক লোকের বয়স হয়েছে ৫০/৬০ বছর। বিয়ে করে না। লোকেরা পরস্পরে কিছু বলাবলি করে যে, এ অক্ষম মানুষ। বলুন, এ লোক সমাজে প্রসংশনীয়ভাবে চলে, না বদনাম হয়ে চলে? বোঝা গেল সুস্বাস্থ্যও কতবড় নে'মত।

দেহের শক্তি-মত্তার অসৎ ব্যবহার না করাই তাক্ওয়া

এই শক্তি-স্বাস্থ্যের অসদ্ব্যবহার না করলেই সে মুত্তাকী, সে ওলীআল্লাহ্। পাপের জন্য যতই অস্থির লাগে, লাগুক। বস্ তুমি মরার মত পড়ে থাক। কষ্ট করে এভাবেই যিন্দেগী কাটাও। কষ্টে যদি জান্ও বের হয়ে যায়, আর মন চায় যে, এক দিকে দৌড় দেই। খাহেশাতের এমন ঝড়-তুফানও যদি পয়দা হয়, তবু তুমি কষ্ট করে বসে থাক। আল্লাহ্র জন্য নিজেকে সামাল দাও। এভাবে গুনাহ্র বস্তুও দেখলে না, কোন অন্যায় কাজেও লিপ্ত হলে

না। বস্ অন্তরে জবরদস্ত নূর পয়দা হবে ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। যত ভয়ংকর খাহেশাত পয়দা হবে, গুনাহ থেকে বাঁচলে তত বেশী উঁচু মানের নূর, উঁচুমানের খোদায়ী নৈকট্য নছীব হবে।

যার খাহেশাতের নিয়ন্ত্রণ যত প্রচণ্ড সে তত উঁচুমানের ওলী

যার খাহেশাত যত প্রচণ্ড হয় সে তত উঁচুমানের ওলীআল্লাহ্ হয়। যদি কোন ছোট্ট বা দুর্বল ছেলে জমিনের উপর হালকা ভাবে বল মারে তাহলে কতটুকু উপরে উঠবে সে বল? সামান্য একটু উপরে। আর যদি বিখ্যাত পালোয়ান মুহাম্মাদ আলী ক্লে ভীষণ জোরে বল মারে, তাহলে ঐ বল কতটা ঊর্ধ্বে উঠবে? তদ্রূপ, যার খাহেশাত বা কামরিপু যত প্রচণ্ড হয় এবং তা থেকে বাঁচতে যত বেশী কষ্ট হয়, মোজাহাদার ঐ প্রচণ্ড তোড়ে সে তত ঊর্ধ্বের ওলী হয়। কারো মধ্যে খাহেশাত আছে; কিন্তু হামেশাই সে খাহেশাতের বিরুদ্ধে চলে। এর ফলে সে 'মারকাযুন-নূর' হয়ে যায়। এভাবেই হয় 'মারকাযুন-নূর'। খাহেশাত না থাকলে নূর কেমনে অর্জন হবে?

شہوتِ دنیا مثال گلخن ست ☆ کہ ازو حمام تقوی روشن ست

মর্মার্থ: চুলার মধ্যে জ্বালানি-কাঠ যত বেশী ঠনঠনা-ঝনঝনা হবে, বিরিয়ানী ততবেশী সুস্বাদু ও উন্নত মানের তৈরী হবে। তদ্রূপ, মনের কাম-রিপু ইত্যাদি মোজাহাদার আগুনে যত বেশি পোড়ানো হবে, ততবেশী উচ্চ মানের মোত্তাকী ও ওলী হবে। যতই এ মোজাহাদা অব্যাহত থাকবে, উচ্চ হতে উচ্চ মর্তবায় আসীন হতেই থাকবে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা

শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন

ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর

মাওলাপ্রেমে জ্বলা-ভুনা দিল নিয়ে লেখা হাজারো

কবিতার মধ্য হতে মাওলাপ্রেমিকদের জন্য উপহার

চলো হরদমই জ্বলি

চলো আল্লাহ্ পানে চলি
মুখে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলি
তাহার ভালোবাসায় জ্বলি
ওহে প্রেমের সব বুলবুলি।

এখানে ফুল ঝরিয়া যায়
পাখিরা সব উড়িয়া যায়
প্রিয়রা সব সরিয়া যায়
অঙ্গিকার সব ভুলিয়া যায়।

পূর্ণিমা কী যে আলোর মেলা!
সাগরে কী যে ঢেউয়ের খেলা!
বসন্তের রূপের কী আগুন!
প্রেমিকদের টানছে কী ফাগুন!

গোলাপের পাগল করা ঘ্রাণ
হরিণী চোখের মায়াল টান
আকাশের নীলিমার উদ্যান
তারাদের সুউজ্জ্বল ময়দান।

এসবই মন তো খুবই কাড়ে
হৃদয়কে বারে বারে নাড়ে
কিন্তু কি দেখি ধীরে ধীরে
অহর্নিশ আলো ফের আঁধারে।

সাগরে নামছে ওই ভাটা
রূপের ওই তরঙ্গে ভাটা
বসন্তের বদ্‌লে যায় কায়া
সবই গো যেন স্মৃতি-ছায়া।

তাহলে বলো কোথায় চলি?
বল না কোন্ বা প্রেমে জ্বলি?
চলো আল্লাহ্ পানে চলি
চলো আল্লাহ্‌প্রেমে জ্বলি।

চলো শুধুই অগ্রে চলি
চলো অবিরামই চলি
চলো ভীষণ জ্বলা জ্বলি
চলো দিবানিশি জ্বলি।

চলো সর্বত্র-ই জ্বলি
চলো হর্‌দমই ফের জ্বলি
চলো জ্বলি আরও জ্বলি
জ্বলিয়া হই গো বড় ওলী।

তাং ১৯-০২-১২ইং
রাত ৯.১৪ মিঃ
খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া
ইয়াদগার খান্‌কায়ে হাকীমুল উম্মত
৪৪/৬ ঢালকানগর, ঢাকা- ১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯১৪৭৩৫৬১৫, ০১৯৬৩৩৩১৩৬০